দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 29 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ .....

নেপথ্য কাহিনী

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন পণ্ড হলো যেভাবে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন পণ্ড, ব্যালেট বাক্স ছিনতাই, ভোট কেন্দ্র ভাংচুর ও সন্ত্রাসী ঘটনার নেপথ্যে বিতর্কিত নিয়োগপ্রাপ্ত 'সেই ১০০ ডাক্তার' জড়িত। মঙ্গলবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দু'টি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর বলেছেন, তদন্ত কমিটিকে সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার রশিদ-ই-মাহবুব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে নির্বাচন বানচালের বিষয়সমূহ লিখিত আকারে জানিয়েছেন।

ওদিকে নির্বাচন পণ্ড ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই এবং ভোট কেন্দ্র ভাংচুরের ঘটনায় রমনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। রমনা

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল

(প্রথম পাতার পর)

থানা পুলিশ বলেছে, ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সভাপতি ডা. শফি আহমেদ জামান ও ড্যাব নেতৃবৃন্দ দু'টি পৃথক অভিযোগ দাখিল করেন। রমনা ওসি মাহবুবুর রহমান ডা. আমিনকে বলেছেন, পুলিশ কমিশনারের নির্দেশ ছাড়া তিনি মামলা নিতে পারবেন না। পরে দু'টি অভিযোগকে পুলিশ জিডি হিসাবে গ্রহণ করে।

ডা. আমিন রমনা থানায় দেয়া লিখিত অভিযোগে বলেন, মঙ্গলবারের ঘটনায় জড়িত ছিলেন এক প্রফেসর, এক সহকারী অধ্যাপকসহ বিতর্কিত নিয়োগ পাওয়া সেই ১০০ ডাক্তারের সিন্ডিকেট। এদের সঙ্গে ছিল সরকার সমর্থক কর্মচারীরা।

ব্যালেট বাক্স ছিনতাইকারীদের মধ্যে সালাম ও এরফান নামের দুই ব্যক্তির নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠনকৃত দু'টি তদন্ত কমিটির কর্মকর্তারা বুধবার তদন্ত কাজ শুরু করেছেন।

নির্বাচনী হামলা, ভোট কেন্দ্র ভাংচুর, ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনা তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে অধ্যাপক মবিন খানকে। তাঁকে সহায়তা করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চার ডিন ও এক মেম্বার সেক্রেটারি পরিদর্শক। অপর এক সদস্যের তদন্ত কমিটির নেতৃত্বে দিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি আবদুল মান্নান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি এমএ তাহির বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন নিয়ে সংঘটিত ঘটনা খুবই দুঃখজনক। নির্বাচনের আগে পরে ওভারল বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে কিছুই জানানো হয়নি বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনারও তাঁকে কোন লিখিত দেননি।

তিনি তদন্ত কমিটি গঠনের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, কমিটির রিপোর্ট পেলে পুরো বিষয় পর্যালোচনা করা হবে।